

## বিভক্তির সাতকাহন - ২৪

### ভজন সরকার

বাবার ছয় ভাইকে আমরা “বড় জ্যাঠা”, “মেজো জ্যাঠা”, “নওয়া জ্যাঠা”, “সেজো জ্যাঠা”, “রাঙা জ্যাঠা”, “ছোটো জ্যাঠা” এভাবেই ডাকতাম। আমার “নওয়া জ্যাঠা” স্বাধীন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের দৈন্যদশা দেখে প্রায়ই বিজ্ঞের মত তার পাকিস্তান আমলের সুখকর দিনের কথা মনে করতেন আর মনে মনে অভিসম্পাত করতেন আমার বাবা ও তার বন্ধুদের -যারা ন্যাপ-কমুউনিষ্টদের ভাব-ধারায় উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন। স্বচ্ছল পরিবারের মেজো ছেলে হিসেবে তার পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ প্রায় শূন্যের কোঠায় নির্ধারিত ছিল। ফলে এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসার এবং উত্তীর্ণ হবার মত সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা হয়ে ওঠে নি আমার ঠাকুমার অতিশয় প্রশ্রয়ের কারণে। কিন্তু স্থানীয় আর গ্রাম্য মাতব্বরী জাতীয় কর্মকাণ্ডে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এলাকায় পরিচিত হিন্দু-মুসলিম নিবিশেষে সেই পাকিস্তানের জন্ম লগ্ন থেকেই। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান -মেম্বারদের কাছেও তার সম্মান ও কদর ছিল ঈর্ষনীয়। তার কারণ যে ভোটের বৈতরনী পাড় হওয়া সেটা আর পরিস্কার করে না বললেও চলে। চেয়ারম্যান -মেম্বারদের সাথে অতিশয় সখ্যতার কারণে তার মনেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতার প্রতি ছিল বিনম্র আস্তা প্রথম থেকেই। কিন্তু নিতান্তই ধর্মীয় বৈপরিত্যের কারণে আর পারবারিক ও সামাজিক উলটো স্রোতের প্রাবল্যে সে প্রেম ছিলো নিতান্তই অপকাশ্য এবং তা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতায় রূপ নেয় নি। বরং স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক-বাহিনী ও তার দোসর রাজাকারদের অকথ্য-বর্বর অপকর্মে সে পাকিস্তান-প্রীতি মুছে গিয়েছিলো চিরতরে।

কিন্তু তিনি কখনই পাকিস্তান ভেংগে বাংলাদেশ হোক আর সে সংগ্রামে হিন্দুদের সক্রিয় অংশ গ্রহন থাকুক -তা মন থেকে চান নি। তার এই না চাওয়ার কারণ তার নিজস্ব যুক্তিতে প্রবল। যেহেতু যেখানে দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক আবাসভূমির দাবী বাস্তবায়িত হয়েছে, সেখানে হিন্দুদের পাকিস্তানে থাকার কোন বাহ্য-বৈধ কারণ নেই। আর সেই পাকিস্তান ভেংগে অন্য রাষ্ট্র হোক বা না হোক সে ব্যাপারেও হিন্দুদের অতি উৎসাহের পেছনে যৌক্তিক কোন কারণও তিনি দেখেন নাই। ঠিক মুসলিম লীগের মনের কথা!

তার পর স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে সময় যত গড়িয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকেও বাংলাদেশ সরে গেছে অতিক্রমত। আর তার চেয়েও দ্রুততায় মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে হতাশা আর স্মৃতির অমোঘ পিছুটান। আমার “নওয়া জ্যাঠা”-র মতো অনেকেই তুলনায় এনেছেন এই দু’টি সময়কে। একজন নিতান্তই সাধারণ মানুষ তার প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির যে সহজ সমীকরণ টানতে জানেন, সেখানে উচ্চাভিলাসী রাজনৈতিক দর্শনের চেয়ে দৈনন্দিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ আর জীবন-যাপনের নির্বিঘ্নতাই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর সে হিসেবে বাংলাদেশের পঁচিশ বছরে একজন খেঁটে -খাওয়া মানুষের ভাগ্য বদল ঘটেছে কত টুকু? আর জীবন যাপনের নির্বিঘ্নতা? প্রবাসে বসেও যা টের পাই, তাতেই আত্মার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

স্বাধীন বাংলাদেশের একটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান থেকে তো এটা স্পষ্ট যে, পরিবর্তন হয়েছে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের। সময় যত গড়িয়ে গেছে বাড়ার পরিবর্তে কমে গেছে বাংলাদেশের হিন্দু-জনগোষ্ঠী। আর এই কমে যাওয়ার কারণ দুটি- হয় স্থান-বদল কিংবা ধর্মান্তর এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে। বাংলাদেশে মধ্যযুগের মতো এমন কোনো আধ্যাতিক নেতার আবির্ভাব ঘটে নি যে এই তিরিশ বছরে প্রায় এক থেকে দুই কোটি হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে লোক চক্ষুর অগোচরে। তাহলে জায়গা বদল ঘটেছে এবং সে স্থানান্তর যে দেশের মধ্যে ঘটেনি তা স্পষ্ট এ কারণে যে, দেশের মোট জনসংখ্যা থেকেই উধাও হয়ে গেছে এই বিপুল জনগোষ্ঠী। কোথায় গেলো এই মানুষগুলো? ভারতের পশ্চিম বঙ্গ যে কারণেই হোক না কেনো এই বিপুল অনাহত জনগোষ্ঠীকে স্থান দিয়েছে নিজেদের জনবিস্ফোরণকে পাশ কাটিয়েই। যদিও ভিটে মাটি ছেড়ে আসা এই হত-দরিদ্র মানুষগুলোর না জুটেছে বৈধ স্বীকৃতি, না আছে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা। এক মাত্র ভাষা আর ধর্মীয় সাদৃশ্যকে পূঁজি করে মিশে যাবার আশ্রয় চেষ্টা করছে বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর মূলস্রোতে।

এই বিপুল দেশ ত্যাগী হিন্দু সমাজের সমস্যা মাঝে মাঝে আমাকেও ভাবিয়ে তোলে। ভাবিয়ে তোলে এ ভেবে যে, স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরি হবার চেয়ে পাকিস্তান থেকে দেশ ত্যাগই কী যথার্থ ছিলো না? আজকের কোটি কোটি হিন্দুর পালিয়ে বাঁচার মধ্যে নেই সম্মান ও বৈধতার লেশ মাত্র। এ বাঁচা আত্ম-সম্মানের নয়, নয় আত্ম-মর্যাদারও। অথচ এই বিপুল জনগোষ্ঠী তো বৈধ ও সাংবিধানিক ভাবেই তৎকালীন পাকিস্তান থেকে ভারত বর্ষে চলে আসতে পারতো এবং সে স্থানান্তর তো চলছিলোই স্বাধীন বাংলাদেশ হবার পূর্ব-পর্যন্ত।

দেশত্যাগী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মোত্তোর এই পালা বদলের সংগ্রামের মূল বাধাটা বাংলাদেশ। কারণ, দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল যে তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান ও ভারত বর্ষের জন্ম, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর সে ভিত্তির আইন ও কৌশলগত দাবীটিই সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। তাছাড়া, যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, আজকের বাংলাদেশে তার ছিটে ফোঁটার লেশ মাত্র নেই। তাছাড়া, দ্বিজাতি তত্ত্বের সে কিন্তুতাকার আদর্শ আজ মৃত ভারতবর্ষে। তাই দেশত্যাগী হিন্দু-সম্প্রদায়ের বৈধতার দাবি আর ধোপে টেকে না সেখানে। যদিও হিন্দুদের নৈতিক অধিকার আছে জিন্নাহর সৃষ্ট মুসলিম পাকিস্তান থেকে নেহেরুর হিন্দু ভারতে বাস করার। দ্বিজাতিতত্ত্বের যে স্রোত প্রবাহমান হয়েছিলো সে সময়, তা আজও বয়ে চলেছে হতভাগা মানুষগুলোর অন্তরে প্রবল রক্তপাতের ফলুধারায়। জানিনা, নেহেরু-জিন্নাহর প্রেতাভ্রা আজও কোটি কোটি মানুষের বিভাজনের এই মর্মস্পন্দ আর্তকান্না শুনতে পান কিনা?

তবে আমি এটা নিজেই দেখেছি, আমার স্বর্গীয় পিতৃব্য তার স্বর্গে যাবার আগেই দেখে গেছেন, তার আশঙ্কাই বাস্তবে ফলে গেছে। গ্রামের পর গ্রাম থেকে রাতের অন্ধকারে ভিটে-মাটি নাম মাত্র মূল্যে বেচে দিয়ে হিন্দুরা অবশেষে নেহেরু-জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের চোরা বালিতেই আশ্রয় খুঁজতে বেড়িয়েছে। ন্যাপ-কমুউনিষ্টদের ভাব-ধারায় উজ্জীবিত মুক্তিযোদ্ধারাও স্বপ্নের বাংলাদেশ থেকে নীরবে নিভূতে দেশত্যাগী হয়েছে, কেউ আত্ম-রক্ষার নিমিত্তে, কেউ বা আত্ম-সম্মানের তাগিদে।

( চলবে )

॥ ডিসেম্বর - ২০০৬, কানাডা ॥ sarkerbk@gmail.com